[২০১৮] ১ এস. সি. আর. ১০৯৬

ইন্ডিয়াবলস হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড

বনাম

এম/এস. ডেকান ক্রনিকল হোল্ডিংস লিমিটেড এবং অন্যরা

(২০১৮ সালের ১৮ নং দেওয়ানি আপিল)

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

[এ. কে. সিক্রি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]

আর্থিক সম্পদের সুরক্ষিতকরণ ও পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২:

ধারা ২(১)(চ), ২(১)(যখ), ২(১)(যচ) এবং ২(১)(যঘ), এবং ১৩(১) এবং (৪)- উত্তরদাতা (ঋণগ্রহীতা) কে ঋণ দেওয়া হয়েছে – একটি অ-আর্থিক কোম্পানি দ্বারা (২০০২ আইনের আওতায় আসে না) – কোম্পানিটি পরবর্তীতে আপিলকারী-কোম্পানির সাথে একীভূত হয়ে যায় (২০০২ আইনের আওতায় আসে এমন একটি আর্থিক কোম্পানি) – ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য ২০০২ আইনের অধীনে কার্যক্রম শুরু করা – হাইকোর্ট কর্তৃক রায় যে ২০০২ সালের বিধানগুলি আবেদন করা যাবে না কারণ ঋণ মঞ্জুরকারী কোম্পানি ঋণ মঞ্জুর করার সময় ২০০২ আইনের আওতায় ছিল না – আপিলে, রায় – একীভূতকরণ/একত্রীকরণের প্রকল্প অনুমোদনের পর, পূর্বসূরী কোম্পানির অনুকূলে থাকা সমস্ত ঋণ, আদায়, জামানত, সুদ, আর্থিক নথি ইত্যাদি আপিলকারী-কোম্পানীর কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং ন্যস্ত হয় – এইভাবে, ঋণগ্রহীতারা আপিলকারী-কোম্পানির ঋণগ্রহীতা হয়ে ওঠে – ঋণ পূর্বসূরী কোম্পানির সম্পত্তির অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজ ছিল, ঋণগ্রহীতার সম্মতি ছাড়াই যে কোনও ব্যক্তির কাছে তার সম্পদ হস্তান্তর/অর্পণ করার অধিকার তাদের ছিল - অতএব, উত্তরদাতা কে 'ঋণগ্রহীতা' হিসেবে গণ্য করা হবে; ব্যবস্থাকে 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে; চুক্তিগুলি 'নিরাপত্তা স্বার্থ' তৈরি করে এবং আপিলকারী ২০০২ সালের আইনের অধীনে 'সুরক্ষিত পাওনাদার' হয়ে ওঠে।

ধারা ১৩ (১) এবং (৪)-এর অধীনে মামলা-সালিসি আইনের ৯ নং ধারায় মামলা দায়ের করা হলে 'এর অধীনে কার্যধারা নিষিদ্ধ কি না, সালিসি ধারা আহ্বান করে-রায় :২০০২ আইন একটি বিশেষ আইন এবং সালিসি আইন সাধারণ প্রকৃতির আইন হওয়ায়, ২০০২ আইনকে উচ্চতর স্তরে স্থাপন করা হবে-কেবলমাত্র সাধারণ আইনের অধীনে পদক্ষেপ নেওয়া হয় বলে, বিশেষ মর্যাদার অধীনে প্রতিকার স্থগিত করা যাবে না-সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ৯।

ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড বনাম এম/এস . ১০৯৭

ডেসকান ক্রনিকল হোল্ডিংস লিমিটেড

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করেছে :১)সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ আইন,২০০২ (সারফেসি আইন)-এর অধীনে কার্যধারা উচ্চ স্তরে স্থাপন করতে হবে। সারফেসি আইন হল একটি বিশেষ আইন যা আদালতকে সাহায্য না করে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্রুত প্রতিকার প্রদানের জন্য সংসদ দ্বারা প্রণীত হয়েছিল। অন্যদিকে, সালিসি ও সমঝোতা আইন, সাধারণ প্রকৃতির একটি আইন। কেবলমাত্র এই সাধারণ আইনের অধীনে পদক্ষেপ নেওয়ার অর্থ এই নয় যে বিশেষ আইনের অধীনে প্রতিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ট্রান্সকোর বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং আরেকজন [২০০৬] ৯ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৮৫: (২০০৮) ১ এস. সি. সি ১২৫-এর উপর নির্ভরশীল।

২.১) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৩৯১ এবং ৩৯৪ ধারার অধীনে দুটি সংস্থার দ্বারা দায়ের করা একত্রীকরণ প্রকল্প অনুসারে ঋণ/ঋণ/আর্থিক সম্পদ আপিলকারীর হাতে ন্যস্ত ছিল, যার অধীনে পূর্ববর্তী সংস্থাটি আপিলকারীর সাথে একীভূত হয়েছিল। একত্রীকরণের পরিকল্পনার অনুমোদনের পরে, সমস্ত ঋণ, পুনরুদ্ধার, সুরক্ষা, সুদ, আর্থিক নথি, যেমন পূর্ববর্তী সংস্থার পক্ষে স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং আপিলকারীর হাতে ন্যস্ত ছিল, যার মধ্যে পূর্ববর্তী সংস্থা দ্বারা উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের দেওয়া ঋণ, উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে পূর্ববর্তী সংস্থা দ্বারা আদায়যোগ্য ঋণ, পূর্ববর্তী সংস্থার পক্ষে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্পাদিত সুরক্ষা নথি, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পের অনুমোদনের পরে, উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতারা আবেদনকারীর ঋণগ্রহীতা হয়ে ওঠেন যেন আবেদনকারী দ্বারা উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।

সরস্বতী ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিন্ডিকেট লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার [১৯৯০] সম্পূরক এস. সি. আর ৩৩২: (১৯৯০) সম্পূরক এস. সি. সি ৬৭৫-এর উপর নির্ভরশীল।

২.২) অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজ সহ ঋণ হল পূর্ববর্তী সংস্থার সম্পদ এবং পূর্ববর্তী সংস্থার ঋণগ্রহীতার সম্মতি ছাড়াই যে কোনও ব্যক্তির কাছে তার সম্পদ স্থানান্তর/বরাদ্দ করার অধিকার ছিল। এই ধরনের স্থানান্তর/বরাদ্দ স্বীকৃত।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম এপিএস স্টার ইন্ডাস্ট্রিজ এবং অন্যরা অফিসিয়াল লিকুইডেটর [২০১০] ১২ এসসিআর ৬৪৪: (২০১০) ১০ এসসিসি ১-এর উপর নির্ভর করেছিল।

২.৩) এটা বলা খুব দূরের কথা যে, শুধুমাত্র উত্তরদাতাদের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য পূর্ববর্তী কোম্পানি এবং আপিলকারী সারফেসি আইনের বিধানগুলিকে আকৃষ্ট করার জন্য একত্রীকরণের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন।

২.৪) এটি বলাও সঠিক হবে না যে, শুধুমাত্র সংযুক্তির কারণে যদি ঋণটি সরফেসি আইনের আওতায় আনার অনুমতি দেওয়া হয় এবং আবেদনকারীকে সরফেসি আইনের অধীনে সহায়তা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৬৯ এবং ৬৯ক ধারার অধীনে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋণগ্রহীতাদের মূল অধিকারকে প্রভাবিত করবে।

মারদিয়া কেমিক্যালস লিমিটেড ও অন্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যরা [২০০৪] ৩ এস. সি. আর ৯৮২: (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ৩১১; ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম সত্যবতী টন্ডন ও অন্যরা [২০১০] ৯ এস. সি. আর ১: (২০১০) ৮ এস. সি. সি ১১০-এর উপর নির্ভরশীল।

২.৫) অতএব, সার্ফেসি আইনের ধারা ২ (১) (চ)-এর অর্থের মধ্যে উত্তরদাতা নং ১-কে 'ঋণগ্রহীতা' হিসাবে বিবেচনা করা হবে; ধারা ২ (১) (যখ)-এর অধীনে এই ব্যবস্থাটিকে 'সুরক্ষা ব্যবস্থা' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে; চুক্তিগুলি ধারা ২ (১) (যচ)-এর অধীনে 'সুরক্ষা সুদ' তৈরি করেছে; এবং আপিলকারী সার্ফেসি আইনের ধারা ২ (১) (যঘ)-এর অর্থের মধ্যে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হয়ে উঠেছে।

এম. ডি. ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্যরা বনাম হিরো ফিনকর্প লিমিটেড (২০১৭) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২১১-এর উপর নির্ভরশীল।

পি.কে. উন্নি বনাম নির্মলা ইন্ডাস্ট্রিজ ও অন্যরা [১৯৯০] ১ এস. সি. আর. ৪৮৩: (১৯৯০) ২ এস. সি. সি. ৩৭৮; ভারতের ইউনিয়ন বনাম এলফিন স্টোন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যরা [২০০১] ১ এস. সি. আর. ২২১: (২০০১) ৪ এস. সি. সি. ১৩৯; দিল্লি ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন এবং আরেকজন বনাম রাজীব আনন্দ ও অন্যরা (২০০৪) ১১ এস. সি. সি. ৬২৫; ঋষভ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম পি. এন. বি. সার্ভিস লিমিটেড [২০০০] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৩৮: (২০০০) ৫ এস. সি. সি. ৫১৫; পদ্মা সুন্দর রাও বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০২) ৩ এস. সি. সি. ৫৩৩-প্রযোজ্য নয়।

সার্থক বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চিন্টা, অরুণোদয় মার্কেট, কটক এবং আরেকজন বনাম উড়িষ্যা রুরাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, স্টেশন স্কয়ার, ভুবনেশ্বর এবং ৫ অন্যরা (২০১৪) এস. সি. সি অনলাইন ওরি ৭৫; ত্রিম্বক দামোদর রায়পুরকর বনাম আসারাম হিরামন পাটিল, [১৯৬২] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৭০০-উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বনাম গুইন, ১৯১১ ২ অধ্যায় ১ পৃষ্ঠা ১,১২-এ; পুনঃ অ্যাথলামনি এক্স পার্ট উইলসন, (১৮৯৮) ২ কিউ. বি. ৫৪৭- উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৬] ৯ সম্পূরক এস. সি. আর ৭৮৫	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০১৭) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২১১	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৬২] ১ সম্পূরক এস. সি. আর ৭০০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৯৯] ১ এস. সি. আর. ৪৮৩	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০০১] ১ এস. সি. আর. ২২১	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৩
(২০০৪) ১১ এস. সি. সি. ৬২৫	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০০০] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৩৮	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৭
(২০০২) ৩ এস. সি. সি. ৫৩৩	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ২৮
[২০১০] ১২ এস. সি. আর. ৬৪৪	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
[১৯৯০] সম্পূরক এস. সি. আর ৩৩২	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
(২০১৪) এস. সি. সি অনলাইন ওড়িশা ৭৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৮
[২০০৪] ৩ এস. সি. আর ৯৮২	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ৪০
[২০১০] ৯ এস. সি. আর ১	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ৪১

দেওয়ানি আপীল এক্তিয়ার: ২০১৮ সালের ১৮ নম্বর দেওয়ানি আপিল। ২০১৩ সালের ৩৭৩৮১ নং রিট আবেদনে হায়দ্রাবাদের অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ০৪.০২.২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত। সহ

২০১৭ সালের ৭৫৬ এবং ১৬৯৩ নম্বর অবমাননার আবেদন (দেওয়ানি)।

ডঃ এ. এম. সিংভি, শ্যাম দিওয়ান, প্রবীণ আইনজীবী, ঋষি আগরওয়ালা, অঙ্কুর সায়গল, ঋষভ পারিখ, নিশান্ত রাও, ই. সি. আগরওয়ালা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

এম/এস. এ. পি. অ্যান্ড জে চেম্বার্স, কুলদ্বীপ এস. পরিহার, এইচ. এস. পরিহার, সি. মুকুন্দ, এম. বি. ইলাক্কুমানন, বিজয় কুমার জৈন, সুশ্রী পূজা ধর, রাহুল প্রতাপ, জয় কুমার ভরদ্বাজ, দময়ন্তী জুনেজা, সুধাংশু পি., উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল

১) ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের এই আপিল, যার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ হলেন এম/এস. ডেকান ক্রনিকল হোল্ডিংস লিমিটেড এবং এর পরিচালকরা (অন্যান্য উত্তরদাতারা হলেন প্রোফর্মা পক্ষ), ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে হায়দ্রাবাদের অন্ধ্রপ্রদেশের বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশের সঠিকতা এবং বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগ আইন (এখন থেকে 'সার্ফেসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর বিধান অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে আপিলকারী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রিট আবেদনে হাইকোর্ট এই রায় দিয়েছে। ঋণের পরিমাণ, সুদ সহ, যা প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের দ্বারা আপিলকারীর কাছে প্রদেয়।

২) হাইকোর্ট প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের দ্বারা উত্থাপিত বিরোধিতা গ্রহণ করেছে যেঃ

(ক) ঋণ চুক্তিতে সালিসি ধারাগুলি রয়েছে যা সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ৯-এর অধীনে মামলা দায়ের করার জন্য আবেদনকারী দ্বারা আহ্বান করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের অধীনে অন্য কোনও কার্যধারা শুরু করা আইনত অগ্রহণযোগ্য; এবং

(খ)প্রাথমিকভাবে ঋণটি এম/এস. ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (সংক্ষেপে, আইবিএফএসএল) দ্বারা ৮ই ডিসেম্বর, ২০১১ এবং ৫ই জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে দেওয়া হয়েছিল। আইবিএফএসএল সারফেসি আইনের ধারা ২ (ঘ) এবং (ড)-এর অর্থের মধ্যে কোনও ব্যাঙ্কিং সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং তাই, এই আইনের বিধানগুলি আহ্বান করে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার কোনও এখতিয়ার ছিল না। তবে, আইবিএফএসএল আপিলকারী কোম্পানির সাথে একীভূত হয়েছে। নিঃসন্দেহে, আপিলকারী সার্ফেসি আইনের অধীনে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

তবে, যেহেতু আই. বি. এফ. এস. এল-এর উক্ত আইনের অধীনে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার ছিল না, তাই উত্তরাধিকারী হিসাবে আবেদনকারী আই. বি. এফ. এস. এল-এর জুতোয় পা রাখে এবং তাই এটি সারফেসি আইনের অধীনে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে না। যদি এটি অনুমোদিত হয়, হাইকোর্ট বলেছিল, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ৬৯ এবং ৬৯ক ধারার অধীনে তাদের প্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের মূল অধিকারগুলি বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩) উভয় পক্ষের মধ্যে যে লেনদেন হয়েছিল এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ের ভিত্তির ঝলক দেওয়ার পরে, আমরা সেই বিশদ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে যাই যার ভিত্তিতে এই আইনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪) আমরা মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্যের বর্ণনা দিয়ে শুরু করতে পারি, যা নিম্নরূপঃ

২০০৫ সালের ১৮ই এপ্রিল, আই. বি. এফ. এস. এল-কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন , ১৯৩৪-এর ধারা ৪৫-I(ক)-এর অধীনে একটি অ-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা হিসাবে কাজ করার জন্য একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে, উক্ত আইনের অধীনে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। আবেদনকারীকে ১০ই মে, ২০০৫-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারী এবং আই. বি. এফ. এস. এল ছিল সহযোগী সংস্থা। আবেদনকারীকে আবাসন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা শুরু করার জন্য ২৮শে ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখের একটি নিবন্ধকরণ শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সারফেসি আইনের ধারা ২ (১) (ড) -এর অধীনে জারি করা, আবেদনকারীকে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যে একটি "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে। আই. বি. এফ. এস. এল ৮ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের ঋণ চুক্তির মাধ্যমে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের ৫০ কোটি টাকার ঋণের পরিমাণ বিতরণ করেছে। বিভিন্ন সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ঋণের সুবিধা সুরক্ষিত করা হয়েছিল। আই. বি. এফ. এস. এল ৫ই জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের ঋণ চুক্তির মাধ্যমে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের আরও ৫০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ সুবিধাটি উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা 'বিভিন্ন সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক' তৈরি করে আবার সুরক্ষা ছিল।

৫) ২০১২ সালের কোনো এক সময়ে আবেদনকারীর সঙ্গে আই. বি. এফ. এস. এল-কে একীভূত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। উপরোক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্কের পাশাপাশি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অবহিত করার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর এবং তাদের সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের অনুলিপি সরবরাহ করার পর, আপিলকারী ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের ৩৯১-৩৯৪ ধারার অধীনে দিল্লির হাইকোর্টে আইবিএফএসএল-এর আপিলকারীর সাথে একীভূতকরণের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন।

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন ধারার অধীনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পর হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত ১২ই ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আই. বি. এফ. এস. এল এবং আবেদনকারীর মধ্যে ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুমোদন করে। উপরোক্ত সংযুক্তিকরণের অনুমোদনের সাথে সাথে আই. বি. এফ. এস. এল-এর সম্পদ ও দায়বদ্ধতা আপিলকারীর হাতে ন্যস্ত হয়ে যায়, এবং আই. বি. এফ. এস. এল-কে আপিলকারীর সাথে একীভূত না করেই ভেঙে দেওয়া হয়। উক্ত সংযুক্তিকরণের অনুসরণে, উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের সহ আই. বি. এফ. এস. এল-এর ঋণগ্রহীতারা আবেদনকারীর ঋণগ্রহীতা হয়ে ওঠে।

৬) উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে, তারা আইবিএফএসএল দ্বারা প্রদত্ত ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়েছিলেন এবং তাই, সংযুক্তির আগেই, আইবিএফএসএল উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে ঋণ প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। ৪ঠা মার্চ, ২০১৩ তারিখে, প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের এবং অন্যরা সহ-ঋণগ্রহীতাদের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি আইবিএফএসএল দ্বারা নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। ৬ই মার্চ, ২০১৩ তারিখে, আইবিএফএসএল সালিশ আইনের ৯ম ধারার অধীনে তৃতীয় অতিরিক্ত ঋণগ্রহীতাদের সামনে ও. পি. নং. ৩৭৭ এবং ২০১৩ সালের ৩৭৮ নম্বর হিসাবে একটি আবেদন দায়ের করে। হায়দ্রাবাদের দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি, তৃতীয় অতিরিক্ত ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা প্রদেয় পরিমাণ সুরক্ষিত করার জন্য। উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতা এবং অন্যরা সহ-ঋণগ্রহীতাদের নির্ধারিত সম্পত্তি যে কোনও উপায়ে তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ২০১৩ সালের ১২ই এপ্রিলের আদেশে অনুমোদিত ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি ৮ই মার্চ, ২০১৩ তারিখে কোম্পানি রেজিস্ট্রারের কাছে দায়ের করা হয়, যা এটিকে কার্যকর করে। আবেদনকারী, আইবিএফএসএল-এর কাছে ঋণের বিষয়ে আইবিএফএসএল-এর জুতোয় পা রেখে, উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতা এবং অন্যরা সহ-ঋণগ্রহীতাদের সারফেসি আইনের ১৩ (২) ধারার অধীনে ৮ই মার্চ, ২০১৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এর পরে বন্ধক সম্পত্তির প্রতীকী দখল নেওয়ার বিষয়ে সারফেসি আইনের ১৩ (৪) ধারার অধীনে ২৯শে মে, ২০১৩ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

৭) ২০১৩ সালের ১৭ই জুলাই সার্ফেসি আইনের ১৩ (৪) ধারার অধীনে পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে আপিলকারীর পদক্ষেপকে বিরোধিতা জানিয়ে সার্ফেসি আইনের ১৭ ধারার অধীনে চণ্ডীগড়ের ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালে ২০১৩ সালের এসএ নং ১৮২ দায়ের করা হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ৩০শে জুলাই, ২০১৩ তারিখে, উত্তরদাতা নং ১ ২০১৩ সালের ২২৬৮৮ নম্বর রিট আবেদন দায়ের করেন, যা অন্যরা বিষয়ের মধ্যে, অ্যাকাউন্টটিকে এনপিএ হিসাবে ঘোষণা করা এবং সার্ফেসি আইনের ১৪ ধারার অধীনে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ পাস করাকে বিরোধিতা করে। একই ধরণের রিট আবেদন , ২০১৩ সালের রিট আবেদন নং ২২৬৮৯ এবং ২২৯৩৪ যথাক্রমে উত্তরদাতা নং ১ এর কর্মচারী ইউনিয়ন এবং উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল।

২০১৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, উত্তরদাতারা এখানে বিনা শর্তে ২০১৩ সালের এসএ নম্বর ১৮২ প্রত্যাহার করে নেন। আবেদনকারী ২১শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে একটি নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারি করে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের জানিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের বাঞ্জারা পাহাড়ের সম্পত্তির নিলাম ২৪শে ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এই মুহূর্তে, ১৯শে ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে, উত্তরদাতা ৫ নম্বর ২০১২ সালের রিট আবেদন নম্বর ৩৭৩৮১ হাইকোর্টে দায়ের করেন।

৮) উপরোক্ত রিট আবেদনে হাইকোর্ট ২০শে ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে পক্ষগুলিকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। ২৩শে ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে আরেকজন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয় যাতে আবেদনকারীকে নিলাম চূড়ান্ত না করার নির্দেশ দেওয়া হয় যদিও দরপত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে, আপিলকারীর মতে, প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের কিছু দুষ্কৃতী ঘটনাস্থলে এসে অভিপ্রায় ক্রেতাদের হুমকি দেয় এবং এমনকি উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিদের মারধর করার চেষ্টা করে এবং তাই নিলাম বাতিল করতে হয়। এরপর আপিলকারী ২০১৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বাঞ্জারা পাহাড় এবং রাজভবন রোডের সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ যথাক্রমে ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করে আরেকজন বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। বাঞ্জারা পাহাড়ের সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলাম নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। তবে, হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের কারণে বিক্রয় চূড়ান্ত করা হয়নি। ২০১৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, যখন পরবর্তী সম্পত্তি নিলাম হওয়ার কথা ছিল, তখন হাইকোর্ট ২০১৩ সালের রিট আবেদন নং ৩৭৩৮১-এ রায় দেয়, যা প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা রিট আবেদনটিকে অনুমতি দেয় এবং আপিলকারীর দ্বারা সার্ফেসি আইনের পুরো আহ্বানকে বাতিল করে দেয়।

৯) উপরে উল্লিখিত হিসাবে, হাইকোর্ট এই সত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যে আইবিএফএসএল সালিসি আইনের ৯ ধারার বিধানগুলি আহ্বান করার পরে এবং পক্ষগুলির মধ্যে সালিসি চুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করে এই বিষয়ে আবেদন দায়ের করার পরে, আপিলকারীর পক্ষে এসএআরএফএইএসআই আইনের বিধানগুলির আশ্রয় নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। এই দিকটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে শেষ হয়েছেঃ

"সালিসি আইনের ধারা ৯ এর অধীনে, ২০১৩ সালের ৩৭৭ এবং ৩৭৮ ধারা দুটি ইতিমধ্যেই আইবিএফএসএল-এর নামে দায়ের করা হয়েছে। চুক্তিতে বিদ্যমান সালিসি ধারাটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সালিসি আইনের ধারা ৮ এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে একটি সালিসি ধারা থাকে, তাহলে অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা নিষিদ্ধ।

যখন কোনও চুক্তির পক্ষ থেকে কোনও মামলা দায়ের করা যায় না, যার মধ্যে সালিশের ধারা রয়েছে, তখন অন্যরা ফোরামের সামনে কার্যধারা শুরু করা সমানভাবে অসমর্থনীয় হয়ে ওঠে। সারফেসি আইনের অধীনে কার্যধারা উচ্চতর স্তরে স্থাপন করা যায় না। সারফেসি আইনের ধারা ২ (চ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত কোনও সুরক্ষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহীতাকে সুপার কোর্ট হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, যা সালিশ আইনের ধারা ৮-এর প্রেক্ষাপটে উচ্চতর স্তরে রাখা যেতে পারে। যখন ইতিমধ্যে সালিশ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, তখন ৪ নং উত্তরদাতাকে অনুমতি দেওয়া যাবে না, তাদের উপেক্ষা করা হবে এবং নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

১০) হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতারা আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও পরিমাণ ঋণ নেননি। ঋণটি আইবিএফএসএল-এর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, যা সারফেসি আইনের আওতায় ছিল না। অতএব, ঋণ নেওয়ার সময়, উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতারা জানতেন যে আইবিএফএসএল 'সারফেসি আইনের আশ্রয় নেওয়ার মতো অবস্থানে থাকবে না। আবেদনকারীর সঙ্গে আইবিএফএসএল-এর সংযুক্তির ফলে, হাইকোর্ট রায় দেয় যে, সারফেসি আইনের আওতার বাইরে থাকা ঋণ লেনদেনকে ঋণগ্রহীতার সম্মতি ছাড়া তার আওতায় আনা যাবে না। হাইকোর্টের মতে, সরফেসি আইন একটি নতুন আইনি ব্যবস্থা নির্ধারণ করে এবং যদি ঋণটি শুধুমাত্র সংযুক্তির কারণে সরফেসি আইনের মধ্যে আনার অনুমতি দেওয়া হয় এবং আবেদনকারীকে সরফেসি আইনের অধীনে আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৬৯ এবং ৬৯ক ধারার অধীনে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋণগ্রহীতাদের মূল অধিকারকে প্রভাবিত করবে। এই প্রক্রিয়ায়, হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের মতামত উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। তবে, এটি সরফেসি আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উড়িষ্যা হাইকোর্টের যুগ্ম বেঞ্চের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে বেছে নিয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে, উড়িষ্যা হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ নিজেই তার যুগ্ম বেঞ্চের রায়কে বাতিল করে দিয়েছে।

১১) এই পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে সার্ফেসি আইনের অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার মূল কারণ হল, এখানে আপিলকারী যিনি আইবিএফএসএল -এর সম্পদ এবং দায় একীভূতকরণের উপর অধিগ্রহণ করেছেন, তার দ্বারা আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করা অগ্রহণযোগ্য। অন্য বিষয়টির ক্ষেত্রে, যথা, সার্ফেসি আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করা যাবে না কারণ আইবিএফএসএল ইতিমধ্যেই ধারা ৯ -এর অধীনে আবেদন দাখিল করে সালিসি আইনের অধীনে যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করেছে, এটি সহায়ক বিষয় হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যতদূর পর্যন্ত এই সাবসিডিয়ারি প্রশ্নটি সম্পর্কিত, উত্তরদাতার আইনজীবী এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে চাপ দেননি এবং এটি কার্যত স্বীকার করা হয়েছিল যে কেবলমাত্র আইবিএফএসএল আরবিট্রেশন আইনের ৯ ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করেছিল বলে, সারফেসি আইনের অধীনে কার্যধারার জন্য কোনও বাধা তৈরি করবে না। অন্যথায়, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল ছিল। এটি বলা ঠিক নয় যে সারফেসি আইনের অধীনে কার্যধারা উচ্চ স্তরে রাখা যাবে না। আমরা দেখতে পাই যে, সরফেসি আইন একটি বিশেষ আইন যা আদালতকে সাহায্য না করে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্রুত প্রতিকার প্রদানের জন্য সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়েছিল। অন্যদিকে, সালিসি ও সমঝোতা আইন, সাধারণ প্রকৃতির একটি আইন। কেবলমাত্র এই সাধারণ আইনের অধীনে পদক্ষেপ নেওয়ার অর্থ এই নয় যে বিশেষ সংবিধির অধীনে প্রতিকার স্থগিত করা হয়েছে। যদি তা হয়, আইনি অবস্থান কেবল বিপরীত হয়। বিষয়টি আর সংহত নয় এবং ট্রান্সকোর বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং আরেকজন [১] মামলায় এই আদালতের রায় দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই ক্ষেত্রে, ১৯৯৩ সালের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের কারণে ঋণ আদায়ের বিধান বিশ্লেষণ করার পর, আদালত নিম্নরূপ অবস্থান সংক্ষেপে তুলে ধরেছে:

"১৮) ডি. আর. টি আইনের উপরের বিধানগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই আইনটি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কোড। এটি পুনরুদ্ধারের বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবস্থা করে। এটি আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তফসিলের বিধানগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, পুনরুদ্ধার শংসাপত্রের অধীনে বকেয়া ঋণ বিভিন্ন উপায়ে আদায় করা যেতে পারে। এতে উল্লিখিত প্রতিকারগুলি একে অপরের পরিপূরক। 'ডি. আর. টি আইন বিচারের জন্য বিধান করে। এটি বকেয়া ঋণের ক্ষেত্রে বিরোধের বিচারের ব্যবস্থা করে। এটি সুরক্ষিত ও অনিরাপদ ঋণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে, এটি টি. পি আইনের বিধানগুলির প্রয়োগযোগ্যতা অস্বীকার করে না, বিশেষত সেই আইনের ৬৯ এবং ৬৯-এ ধারায়। এছাড়াও, যে ক্ষেত্রে শেয়ার বা স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত ঋণ, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এবং ডি. আর. টি কার্যধারায় বিলম্বের সাথে, বন্ধক দেওয়া সম্পদ বা বন্ধক দেওয়া সম্পত্তির মূল্য অবিচ্ছিন্নভাবে পড়ে যায়। মুদ্রাস্ফীতির কারণে, ব্যাঙ্ক/এফ. আই-এর হাতে থাকা সম্পদের মূল্য অপরিবর্তনীয়ভাবে হ্রাস পায় যা স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সম্পদ-দায়বদ্ধতার অসামঞ্জস্যের দিকে পরিচালিত করে। এই আকস্মিকতাগুলি ডি. আর. টি আইন দ্বারা যত্ন নেওয়া হয় না এবং তাই সংসদকে এন. পি. এ আইন, ২০০২ প্রণয়ন করতে হয়েছিল।"

১ (২০০৮) ১ এসসিসি ১২৫

১২) এরপরে, আদালত সারফেসি আইনের বিধানগুলি বিশ্লেষণ করে এবং তারপরে রায়ের ৩৭ অনুচ্ছেদে নির্ধারণের তিনটি বিষয় উল্লেখ করে যা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। আমরা এতে প্রণীত পয়েন্ট নং ১ নিয়ে উদ্বিগ্ন, যা নিম্নরূপঃ

"(i) যে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৯৩ সালের ডি. আর. টি আইনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতিকার চাইতে নির্বাচিত হয়েছে, তারা এখনও ডি. আর. টি আইনের অধীনে ডি. আর. টি-র কাছে দায়ের করা ও. এ প্রত্যাহার বা পরিত্যাগ না করে সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য এন. পি. এ আইন, ২০০২ প্রয়োগ করতে পারে কিনা।"

১৩) এই প্রশ্নের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর, আদালত নির্বাচন মতবাদের প্রয়োগযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করে এই বলে রায় দেয় যে কেবলমাত্র ডি. আর. টি আইনের বিধানগুলির অধীনে প্রতিকার প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই. এ. টি-র অধীনে পদক্ষেপ নিতে বাধা পেয়েছিল। সুতরাং, ইতিবাচক প্রশ্নের উত্তরে, আলোচনার সারমর্ম নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে ধরা যেতে পারেঃ

"৬৪) উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, আমরা এখন নির্বাচনের মতবাদটি পরীক্ষা করছি। নির্বাচনের তিনটি উপাদান রয়েছে, যথা, দুই বা ততোধিক প্রতিকারের অস্তিত্ব; এই ধরনের প্রতিকারের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা এবং তাদের মধ্যে একটি পছন্দ। যদি তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনও একটি না থাকে তবে এই মতবাদটি প্রযোজ্য হবে না। আমেরিকান জুরিসপ্রুডেন্স, ২৪, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৬৫২ অনুসারে, যদি সত্যিকার অর্থে কেবল একটি প্রতিকার থাকে, তবে নির্বাচনের মতবাদ প্রযোজ্য নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, উপরে বর্ণিত হিসাবে, এনপিএ আইনটি ডিআর্টি আইনের একটি অতিরিক্ত প্রতিকার। তারা একসাথে একটি প্রতিকার গঠন করে এবং তাই নির্বাচনের মতবাদ প্রযোজ্য হয় না। এমনকি স্নেলের নীতিমালার সমতা (৩১তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৯) অনুসারে, প্রতিকারের নির্বাচনের মতবাদ তখনই প্রযোজ্য হয় যখন নির্বাচনের সময় মামলাকারীদের জন্য দুটি বা ততোধিক সহ-বিদ্যমান প্রতিকার উপলব্ধ থাকে যা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। যে কোনও ক্ষেত্রে, দুটি প্রতিকারের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ বা অসঙ্গতি নেই, তাই নির্বাচনের মতবাদের কোনও প্রয়োগ নেই।

৬৫) আমাদের দৃষ্টিতে, হাইকোর্টের যে রায়গুলি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে নির্বাচনের মতবাদ প্রযোজ্য তা ভুল এবং বাতিল করার যোগ্য।

৬৬) আমরা ইতিমধ্যেই উভয় আইনের পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করেছি। মূলত, এনপিএ আইনটি পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে বা সাধারণ আইন নীতিমালার পরিচালনার মাধ্যমে বা আইন অনুসারে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত আর্থিক সম্পদের উপর সুদ কার্যকর করার জন্য প্রণীত হয়।

এন. পি. এ আইনের ১৩ ধারার মূল উদ্দেশ্য হল বিচারহীন প্রক্রিয়া দ্বারা পুনরুদ্ধার। এন. পি. এ আইনের অধীনে একটি সুরক্ষিত সম্পদ হল এমন একটি সম্পদ যেখানে ঋণগ্রহীতা ব্যাংক/এফ. আই-এর পক্ষে সুদ তৈরি করে এবং কেবল সেই ভিত্তিতেই এন. পি. এ আইন বিচারহীন প্রক্রিয়া দ্বারা সুরক্ষা সুদ প্রয়োগ করতে চায়। মূলত, এন. পি. এ আইন সুরক্ষিত ঋণদাতার অধিকার নিয়ে কাজ করে। এন. পি. এ আইনটি এই ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে, ঋণগ্রহীতা কেবল ঋণ পরিশোধেই ব্যর্থ হয়নি, বরং তিনি মার্জিনের মাত্রা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং একটি স্তরে সুরক্ষার মূল্য বজায় রাখতেও ব্যর্থ হয়েছেন। এটি ঋণগ্রহীতার অন্য বাধ্যবাধকতা যা এন. পি. এ আইনের প্রয়োগযোগ্যতা আহ্বান করে। এই কারণে, এন. পি. এ আইনের ১৩ (১) এবং ১৩ (২) ধারা এই ভিত্তিতে এগিয়ে যায় যে, আদালত/ট্রাইবুনেলের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ব্যাঙ্ক/এফ. আই-তে সুরক্ষার সুদ দ্রুত প্রয়োগ করা প্রয়োজন; ঋণগ্রহীতার দায়বদ্ধতা অর্জিত হয়েছে এবং পরিশোধে খেলাপি হওয়ার কারণে, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট অকার্যকর হয়ে পড়েছে। উপরের কারণগুলির জন্য, এন. পি. এ আইনে বলা হয়েছে যে প্রয়োগ অ-বিচারমূলক প্রক্রিয়া দ্বারা হতে পারে এবং উক্ত আইনটি সুরক্ষিত ঋণদাতার অধিকারের উপর উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সমস্ত বাধা সরিয়ে দেয়।"

১৪) এর মাধ্যমে, আমরা এখন সেই মূল বিষয়টির সমাধান করছি যার উপর উভয় পক্ষ বিস্তারিত যুক্তি উপস্থাপন করেছে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে আমাদের আলোচনাটি কোনও অবাস্তব বিষয়ে নয় কারণ এই আদালত ইতিমধ্যেই এম.ডি. ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যরা বনাম হিরো ফিনকর্প লিমিটেড ২ মামলায় এই মামলাটি বিবেচনা করেছে। আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে এই মামলাটি, যা সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ, কেবল এই প্রস্তাবই উত্থাপন করে না যে এমনকি উত্তরাধিকারী (এখানে আপিলকারীর মতো) সার্ফেসি আইনের বিধান প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদিত হবে, এমনকি যদি মূল ঋণদাতা আইনের আওতাভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান নাও হয়, তবে এটি অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের রায়কে বিশেষভাবে বাতিল করেছে, যা আপিলের বিষয়। সেই ভিত্তিতে, এটি দাখিল করা হয়েছিল যে এই বিষয়ে আরও তদন্তের প্রয়োজনও ছিল না।

২ (২০১৭) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১২১১

১৫) আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অভিযুক্ত আইনজীবী প্রকৃতপক্ষে সঠিক যে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়টি এম. ডি. ফ্রোজেন ফুডস-এ এই আদালত দ্বারা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাতিল করা হয়েছে। অতএব, প্রথমবার উক্ত রায়টি নিয়ে আলোচনা করা উপযুক্ত হবে।

১৬) এম.ডি. ফ্রোজেন ফুডস-এ আপিলকারীরা তাদের ব্যবসার জন্য উত্তরদাতাদের কাছ থেকে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করে স্থাবর সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য অর্থ ধার করেছিলেন। ঋণ চুক্তিতে একটি সালিশ ধারা ছিল। যেহেতু আপিলকারী অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হন এবং অ্যাকাউন্টটি এনপিএ হয়ে যায়, তাই উত্তরদাতা ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে সালিশ ধারাটি প্রয়োগ করেন। যাইহোক, এই আবেদনের তিন মাস আগে, ৫ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল যেখানে আরবিআই আইনের ধারা ৪৫-। -এর প্রকরণ (চ) এর আওতাভুক্ত কিছু অ-আর্থিক ব্যাংকিং কোম্পানি (এনএফবিসি) কে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল, যাদের ৫০০ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে এবং তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সার্ফেসি আইনের বিধানগুলি সেই আইনের ধারা ১৩ থেকে ১৯ এর বিধানগুলি বাদ দিয়ে এই জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রযোজ্য হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৩ থেকে ১৯ ধারাগুলি কেবলমাত্র সেই ধরণের নিরাপত্তা সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল যা ১ কোটি টাকা এবং তার বেশি মূলধনের সাথে সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য প্রাপ্ত হয়। সার্ফেসি আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর উপ-প্রকরণ (iv) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির আওতায় উত্তরদাতা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সার্ফেসি আইনের ধারা ৩১খ এর সাথে পঠিত এই বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তরদাতা ২৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে সার্ফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে আপিলকারীদের কাছে অগ্রিম দেওয়া ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা সাতটি সম্পত্তির মধ্যে একটির জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন।

১৭) এম. ডি. ফ্রোজেন ফুডসের উপরের তথ্যগুলি বিবেচনা করে, আদালত নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন প্রণয়ন করেছে যা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিলঃ

"ক) উত্তরদাতার দ্বারা শুরু করা সালিশ প্রক্রিয়াটি এসএআরএফএইএসআই-এর কার্যধারার সাথে একযোগে পরিচালিত হতে পারে কিনা?

খ) উত্তরদাতার কাছে সারফেসি আইন প্রয়োগের আগে তৈরি ঋণ চুক্তি/বন্ধক থেকে উদ্ভূত ঋণের ক্ষেত্রে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে কি?

সি. এ-র সঙ্গে যুক্ত প্রশ্নটি হল (ii), ঋণদাতা কি এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের বিধান প্রয়োগ করতে পারে যেখানে উক্ত আইনের ধারা ২ (১) (ড)-এর অধীনে অ্যাকাউন্টটি এন. পি. এ হওয়ার পরে ধারা ২ (১) (ড) -এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে?"

এই প্রশ্নগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যে তাৎক্ষণিক কেসটি কার্যত একই ভিত্তিতে রয়েছে।

১৮) 'ক' প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আদালত স্পষ্টভাবে বলেছিল যে কেবল সালিসি আইনের অধীনে প্রতিকার আহ্বান করা হয়েছিল বলে 'সর্ফেসি আইনের আশ্রয় নেওয়া থেকে উত্তরদাতাকে বাধা দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই। সেই রায় থেকে আলোচনাটি নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

"২৬) নির্দিষ্ট আইন কার্যকর হওয়ার আগে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দাবি সাধারণত আর্থিক এখতিয়ারযুক্ত দেওয়ানি আদালতে দায়ের করা হত। আরডিডিবি আইনের অধীনে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনেল গঠনের ফলে এই বিশেষ ট্রাইবুনেলটি ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা এই ধরনের দাবিগুলি গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে, দেওয়ানি এখতিয়ার থেকে মামলাগুলি ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ট্রাইবুনেল, এইভাবে, দেওয়ানি আদালতের পুনরুদ্ধারের কার্যধারার বিকল্প ছিল।

২৭) জামানত সুদের বিপরীতে ঋণ আদায়ের জন্য এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইন কার্যকর হওয়ার বিষয়ে, আর. ডি. ডি. বি আইন এবং এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের অধীনে সমান্তরাল কার্যধারা চলতে পারে কিনা তা নিয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। ট্রান্সকোর বনাম ভারতের ইউনিয়ন মামলায় এই ধরনের একযোগে কার্যধারার পক্ষে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উত্তর দেওয়া হয়েছিল। ম্যাথিউ ভার্গিস বনাম এম অমৃতা কুমারের পরবর্তী রায়ে নিম্নলিখিত শর্তে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিলঃ

"৪৫) ৩৭ ধারার একটি নিবিড় পাঠ দেখায় যে সারফেসি আইন বা তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানগুলি আরডিডিবি আইনের বিধানগুলির অতিরিক্ত হবে। সারফেসি আইনের ৩৫ ধারায় বলা হয়েছে যে বর্তমানে কার্যকর অন্য কোনও আইনে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও সারফেসি আইনের বিধানগুলি ওভাররাইডিং প্রভাব ফেলবে। অতএব, ৩৫ এবং ৩৭ ধারা একসাথে পড়ে, এটি ধরে নিতে হবে যে আরডিডিবি আইনের কোনও বিধান সারফেসি আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে, উভয় আইন, যেমন সারফেসি আইন এবং আরডিডিবি আইনের প্রয়োগ একে অপরের পরিপূরক হবে। এই প্রসঙ্গে,ট্রান্সকোর বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০০৮) ১ এস. সি. সি ১২৫: (২০০৮) ১ এস. সি. সি (দেওয়ানি) ১১৬)-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা যেতে পারে। ৬৪ নং অনুচ্ছেদে এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের ৩৭ ধারা উল্লেখ করার পরে বলা হয়েছেঃ (এস. সি. সি পৃষ্ঠা ১৬২)

"৬৪... আমেরিকান জুরিসপ্রুডেন্স, ২ঘ, খন্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৬৫২ অনুসারে, যদি সত্যিকার অর্থে শুধুমাত্র একটি প্রতিকার থাকে, তবে নির্বাচনের মতবাদ প্রযোজ্য হয় না। বর্তমান ক্ষেত্রে, যেমন উপরে বলা হয়েছে, এনপিএ আইনটি ডিআর্টি আইনের একটি অতিরিক্ত প্রতিকার। তারা একসাথে একটি প্রতিকার গঠন করে এবং তাই, নির্বাচনের মতবাদ প্রযোজ্য হয় না। এমনকি স্নেলের সাম্যের নীতিমালা (৩১ সনস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৯) অনুসারে, প্রতিকারের নির্বাচনের মতবাদ কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন নির্বাচনের সময় মামলাকারীদের জন্য দুটি বা ততোধিক সহ-বিদ্যমান প্রতিকার উপলব্ধ থাকে যা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। যাই হোক না কেন, দুটি প্রতিকারের মধ্যে কোনও বিদ্বেষ বা অসঙ্গতি নেই, তাই নির্বাচনের মতবাদের কোনও প্রয়োগ নেই।"

(জোর যোগ করা হয়েছে)

৪৬) ৩৭ ধারার একটি পাঠ থেকে জানা যায় যে, আর. ডি. ডি. বি আইনের বিধানগুলিকে অবজ্ঞা না করে এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের প্রয়োগ আর. ডি. ডি. বি আইনের বিধানগুলির অতিরিক্ত হবে। অন্য কথায়, এটি কোনওভাবেই আর. ডি. ডি. বি আইনের বিধানগুলিকে বাতিল বা বাতিল বা ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। আমরা আমাদের উপরের আইনের বিবৃতি দ্বারাও দৃঢ় হয়েছি কারণ উক্ত ধারার শিরোনামটি এই অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেয় যে অন্যরা আইনের প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয়। অতএব, ধারা ৩৭-এর প্রভাব হবে যে, সর্ফেসি আইনের অধীনে থাকা বিধানগুলি ছাড়াও, উক্ত আইনের অধীনে শুরু হওয়া কার্যধারার ক্ষেত্রে, কোনও পক্ষের জন্য ধারা ৩৭-এ উল্লিখিত অন্যরা আইনের বিধানগুলি, যেমন কোম্পানি আইন, ১৯৫৬, সিকিউরিটিজ কন্ট্রাক্টস (রেগুলেশন) আইন, ১৯৫৬, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আইন, ১৯৯২, ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন , ১৯৯৩, বা বর্তমানে কার্যকর অন্য কোনও আইনের বিধানগুলি থেকে সরে আসা।

২৮) এই পর্যবেক্ষণগুলি, এইভাবে, কোনও ধরনের সন্দেহের অবকাশ রাখে না এবং সমস্যাটি আর সমন্বিত নয়, বিশেষত এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের ৩৫ এবং ৩৭ ধারার বিধানগুলির কথা মাথায় রেখে, যা নিম্নরূপঃ

"৩৫) অন্যরা আইনকে অগ্রাহ্য করার জন্য এই আইনের বিধানাবলী - এই আইনের বিধানগুলি কার্যকর থাকবে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা এই জাতীয় কোনও আইনের কারণে কার্যকর কোনও দলিলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও।

ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং ফিন্যান্স লিমিটেড বনাম এম/এস. ডেসকান ক্রনিকল ১১১১ হোল্ডিংস লিমিটেড [এ. কে. সিক্রি বিচারপতি]

"৩৭) অন্যরা আইনের প্রয়োগ নিষিদ্ধ নয় - এই আইনের বিধানাবলী বা এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সালের ১), সিকিউরিটিজ কন্ট্রাক্টস (রেগুলেশন) আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সালের ৪২), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ১৫), ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ঋণ আদায় আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ৫১) অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনের অতিরিক্ত হবে এবং তা অবমাননাকর হবে না।"

২৯) উপরোক্ত দুটি আইন, অতএব, একে অপরের পরিপূরক এবং এটি প্রতিকার নির্বাচনের মামলা নয়।

xx xx xx

৩৩) সার্ফেসি কার্যধারা প্রয়োগকারী কার্যধারার প্রকৃতির, যখন সালিশ একটি বিচারিক প্রক্রিয়া। যদি সুরক্ষিত সম্পদ ঋণ পরিশোধের জন্য অপর্যাপ্ত হয়, তাহলে সুরক্ষিত পাওনাদার একটি উপযুক্ত ফোরাম দ্বারা মুলতুবি বকেয়া পরিমাণ নির্ধারণের পরে, দেনাদার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

৩৪) অতএব, আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এই মতামত পোষণ করি যে সার্থক বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ওড়িশা গ্রামীণ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড মামলায় ওড়িশা হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড বনাম সতপাল সিং বকশি (উপরোক্ত) মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এবং প্রদীপ কুমার গুপ্ত বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের যুগ্ম বেঞ্চের রায়। সুভাষ চন্দ্র পান্ডা বনাম উড়িষ্যা রাজ্য মামলায় উড়িষ্যা হাইকোর্টের বাতিল করা রায়ের পর ডেকান ক্রনিকলস হোল্ডিংস লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রকাশিত আইনের সঠিক প্রস্তাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরুন। সার্ফেসি কার্যধারা এবং সালিশি কার্যধারা, তাই, একসাথে চলতে পারে।"

১৯) 'খ' এবং 'গ' প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে, আদালত আবারও বিভিন্ন হাইকোর্টের পরস্পরবিরোধী মতামতের কথা উল্লেখ করেছে এবং আলোচনার পর বলেছে যে সার্ফেসি আইনটি পূর্ববর্তী প্রকৃতির ছিল এবং তাই, এই আইন কার্যকর হওয়ার পরে, উক্ত মামলায় উত্তরদাতা র আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করার অধিকার ছিল, এমনকি যদি সার্ফেসি আইন কার্যকর হওয়ার আগে ঋণ চুক্তি করা হয় এবং বন্ধক তৈরি করা হয়।

এই বিষয়ে রায়ের ৩৬ থেকে ৩৮ অনুচ্ছেদ পুনরুত্পাদন করা প্রয়োজন, যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ

"৩৬) এন. পি. এ-তে বড় ঋণ পুনরুদ্ধারের সমস্যা সমাধানের জন্য এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইন কার্যকর করা হয়েছিল। সুতরাং, এই আইনটি কার্যকর করার যৌক্তিকতা ছিল একটি দ্রুত প্রক্রিয়া প্রদান করা যেখানে একটি সুরক্ষা সুদ ছিল। এটি অবশ্যই কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে পূর্ববর্তীভাবে প্রযোজ্য ছিল না। প্রশ্নটি হল, আইনটি পরবর্তী তারিখে উত্তরদাতার জন্য প্রযোজ্য এবং এর ফলে উত্তরদাতাকে অতীতের ঋণের ক্ষেত্রে তার বিধানগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া এই নীতিতে কোনও পার্থক্য আনবে কিনা। আমরা মনে করি যে এর উত্তর নেতিবাচক।

৩৭) আইনটি কার্যকর হওয়ার সময় জীবিত থাকা সমস্ত দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং, উত্তরদাতা বা অন্যরা এনবিএফসি-র ক্ষেত্রে, এটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার তারিখ থেকে একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

৩৮) সার্থক বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং উড়িষ্যা রুরাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরোক্ত) মামলায় উড়িষ্যা হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ প্রকৃতপক্ষে এই দিকটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, সর্ফেসি আইনের ধারা ২ (১) (ড) (iv)-এর অর্থের মধ্যে উত্তরদাতা 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' হিসাবে বিবেচিত হবে না, এটি সর্ফেসি এফ আইনের ধারা ২ (১) (যঘ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' নয় এবং এইভাবে, সর্ফেসি আইনের বিধানগুলি আহ্বান করতে পারে না। তবে, বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরে প্রাপ্ত সার্ফেসি আইনের অধীনে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার। পূর্ণ বেঞ্চ উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের একটি যুগ্ম বেঞ্চের রায় উল্লেখ করেছে। ইউনিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্টের একটি যুগ্ম বেঞ্চ রায়। ভারত সরকার যা পশ্চাদমুখীকরণ এবং পশ্চাদমুখীকরণের বিষয়টি নিয়ে কাজ করে। জি সংসদ বিদ্যমান শর্তগুলির দিকে নজর দেয় এবং সেই শর্তগুলি সংশোধন করার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দৃষ্টিতে, এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনটি ছিল এই ধরনের অবস্থার প্রতিকার এবং সুরক্ষিত সুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা প্রদান করা। এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের প্রকল্পটি আসলে ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া সুরক্ষামূলক সুদের বিরুদ্ধে একটি পদ্ধতিগত প্রতিকার প্রদান করে। অতএব, একজন বিদ্যমান ঋণগ্রহীতা, যাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল, তাকে উক্ত আইনের ধারা ২(চ) এর আওতায় 'ঋণগ্রহীতা' হিসেবে বিবেচনা করা হত।

কেবল এই অভিব্যক্তিটি নয়, "ঋণ সিকিউরিটিজ", "আর্থিক সহায়তা", "আর্থিক সম্পদ" ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত সংজ্ঞার ধারাগুলি স্পষ্টভাবে আইনী অভিপ্রায় প্রকাশ করে যে ঋণদাতার সাথে চুক্তি সম্পাদনের তারিখে ঋণদাতা একটি অবহিত 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' কিনা তা নির্বিশেষে সমস্ত বিদ্যমান চুক্তির ক্ষেত্রে এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইন প্রযোজ্য। এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের প্রকল্পটি একটি দ্রুত, পদ্ধতিগত পদ্ধতি নির্ধারণ করে, যা আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বকেয়া পরিশোধ না করার জন্য ব্যাংককে সম্পত্তি দখল করতে সক্ষম করে। এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের অধীনে আরও দ্রুত প্রতিকার প্রদান করার অর্থ এই নয় যে এটি প্রকৃত বা সম্পূর্ণ নতুন অধিকার তৈরি করেছে। আবেদনকারীদের যুক্তি গ্রহণ করার অর্থ হবে যে নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োগকে বিলম্বিত করার একটি সহজাত অধিকার তাদের রয়েছে "

২০) আদালত একটি নির্দিষ্ট সংবিধির পূর্ববর্তী এবং পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে কিছু রায়ও উল্লেখ করেছে।

২১) এইভাবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি প্রায় একই ছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে ঋণটি প্রাথমিকভাবে আই. বি. এফ. এস. এল দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যা আবেদনকারীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং আবেদনকারী হলেন সুদের উত্তরাধিকারী, যা সারফেসি আইনের আওতায় আসে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে, যদিও যে সত্তা ঋণ বিতরণ করেছিল তা একই ছিল, তবে, যখন আবেদনকারীকে উত্তরদাতা দ্বারা ঋণ দেওয়া হয়েছিল তখন এটি সারফেসি আইনের আওতায় থাকা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, যা ২০১৬ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে আবেদনকারীকে ঋণ বিতরণ করার অনেক পরে জারি করা বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল।

এটি ফলাফলে কোনও পার্থক্য করে না, যেমনটি এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২২) উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী বিতর্ক করতে পারেননি যে উপরোক্ত রায়টি বর্তমান মামলাটিকে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অবস্থানটি তাদের দ্বারা এই বিষয়টি বিবেচনা করে গ্রহণ করতে হয়েছিল যে এই কার্যধারায় অভিযুক্ত হাইকোর্টের রায়টি এই আদালত দ্বারা এম. ডি. ফ্রোজেন ফুডস্কেসে বিশেষভাবে বাতিল করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা এই কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার পর, এই বেঞ্চকে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে রাজি করানোর জন্য একটি সাহসী প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় এটি দাখিল করা হয়েছিল যে এম.ডি. ফ্রোজেন ফুডসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনি দিক বিবেচনা করা হয়নি।

৩ পশ্চিম বনাম গউইন, ১৯১১ ২ অধ্যায় ১ পৃষ্ঠা ১১, ১২ এ

ত্র্যম্বক দামোধর রায়পুরকর বনাম আসারাম হীরামন পাতিল, ১৯৬২ সম্পূরক (১) এসসিআর ৭০০ আবার অথলুমনি এক্স পার্ট উইলসন, (১৮৯৮) ২ কিউ.বি. ৫৪৭

২৩) সরল ভাষায় বলতে গেলে, উত্তরদাতাদের জন্য যোগ্য পরামর্শদাতাদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি নিম্নলিখিত দিকগুলিকে ঘিরে ছিলঃ

(i) আবেদনকারী উত্তরদাতা নং ১-কে কোনও অগ্রিম বা কোনও ঋণ বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেননি এবং তাই, এটি সার্ফেসি আইনের বিধানগুলি আহ্বান করতে পারত না।

(i) উত্তরদাতা নং ১-কে সেই আইনের ধারা ২ (১) (গ) এবং ২ (১) (ড) -এর সঙ্গে পঠিত সারফেসি আইনের ধারা ২ (১) (চ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত 'ঋণগ্রহীতা' হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। জমা দেওয়া হয়েছিল যে উত্তরদাতা নং ১ এমন কোনও ব্যক্তি নন যাকে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং উত্তরদাতা নং ১-কে এমন কোনও ব্যক্তির সংজ্ঞার আওতায় আনা যেতে পারে না যিনি কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ আবেদনকারী দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক বা অঙ্গীকার তৈরি করেছেন। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ঋণগ্রহীতা শব্দটির সংজ্ঞা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট এবং আক্ষরিক ব্যাখ্যার নিয়মটি প্রয়োগের যোগ্য। উত্তরদাতারা পি.কে. উন্নি বনাম নির্মলা ইন্ডাস্ট্রিজ এবং অন্যরা [৪] মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন যেখানে বলা হয়েছে যে আদালতকে অবশ্যই এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে হবে যে আইনসভা কোনও ভুল করেনি এবং তারা যা বলেছে তা বলতে চেয়েছিল। আরও বলা হয়েছে যে আইনসভার ব্যবহৃত শব্দগুলিতে কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ে থাকলেও, আদালত তার ঘাটতি সংশোধন বা পূরণ করার জন্য তার বক্তব্যে যাবে না। আদালত কোনও আইনে এমন শব্দ যোগ করতে পারে না বা এমন শব্দ পড়তে পারে না যা সেখানে নেই, বিশেষ করে যখন আক্ষরিক পাঠ একটি বোধগম্য ফলাফল তৈরি করে। আদালত কোনও শব্দ পরিবর্তন করার জন্য অনুমোদিত নয় যাতে একটি "কারণ অসম্পূর্ণতা" তৈরি হয়। ভারতের ইউনিয়ন বনাম এলফিন স্টোন স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যরা [৫] মামলার রায় থেকেও এই পক্ষে সমর্থন নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও একটি মামলার উল্লেখ করেছেন, যেমন, দিল্লি ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন এবং আরেকটি বনাম রাজীব আনন্দ এবং অন্যরা [৬] যেখানে এই পূর্বোক্ত নীতিটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

৪ (১৯৯০) ২ এসসিসি ৩৭৮

৫ (২০০১) ৪ এসসিসি ১৩৯

৬ (২০০৪) ১১ এসসিসি ৬২৫

(iii) ৮ই ডিসেম্বর, ২০১১ এবং ৫ই জানুয়ারী, ২০১২ তারিখের ঋণ চুক্তিগুলি যা উত্তরদাতা নং ১ এবং আই. বি. এফ. এস. এল-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেগুলিকে এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের ধারা ২ (১) (যখখ)-এর অর্থের মধ্যে 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যাবে না।

(iv) এই চুক্তিগুলি সারফেসি আইনের ধারা ২ (১) (যখ)-এর অর্থ 'বি'-র মধ্যে 'সুরক্ষা সুদ' তৈরি করেনি। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আইনের ধারা ২ (১) (যগ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত সুরক্ষা সম্পদ শব্দের অর্থ সেই সম্পত্তি যার উপর সুরক্ষা সুদ তৈরি করা হয়। ধারা ২(১)(যচ) এর অধীনে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যাতে একজন সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুকূলে তৈরি সম্পত্তির উপর যেকোনো ধরণের অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বোঝানো হয়েছে (ধারা ২(১)(যখ) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত এবং ধারা ৩১ এ উল্লেখিত ব্যতীত বন্ধক, চার্জ, বন্ধক বা অ্যাসাইনমেন্ট অন্তর্ভুক্ত)। একইভাবে ধারা ২(১)(যখ) এর অধীনে নিরাপত্তা চুক্তি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

জমা দেওয়া হয়েছিল যে, ৮ই ডিসেম্বর, ২০১১ এবং ৫ই জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের চুক্তিগুলি ধারা ২ (ক) (যখ)-এর আওতায় পড়ে না, কারণ যে সময়ে এই চুক্তিগুলি করা হয়েছিল, সেই সময়ে যে সংস্থার পক্ষে এগুলি কার্যকর করা হয়েছিল, অর্থাৎ, ইন্ডিয়া বুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, এসএআরএফএইএসআই আইনের ধারা ২ (১) (যঘ)-এর অর্থের মধ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ধারা ১৩ (১) এবং ১৩ (২)-এর প্রয়োজনীয় উপাদান অনুপস্থিত থাকায়, আইনের ধারা ১৩ (২) বা ধারা ১৩ (৪)-এর অধীনে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যেত না। উত্তরদাতাদের সম্পর্কে এটি বলা হয়েছে যে একত্রীকরণের পরিকল্পনার মধ্যে থাকা ধারাগুলি, প্রথমত, একত্রীকরণের সংস্থার পক্ষে কোনও নতুন অধিকার তৈরি করার কোনও অভিপ্রায় প্রকাশ করে না। দ্বিতীয়ত, 'একত্রীকরণের পরিকল্পনার' ধারাগুলি, যদিও আদালত কর্তৃক অনুমোদিত, সংবিধিবদ্ধভাবে সরবরাহ করা হয়নি এমন অধিকারের পরবর্তী অধিগ্রহণকারীর পক্ষে অধিকার তৈরি করে সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলির শীর্ষে উত্থাপিত করা যাবে না, এবং এই ধরনের ধারাগুলি সংবিধিবদ্ধভাবে সরবরাহ করা হয়নি এমন একটি কাল্পনিক কল্পকাহিনী তৈরি করার জন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে না।

(v) সার্ফেসি আইনের আওতাভুক্ত নয় এমন কোনও সত্তার একত্রীকরণ, তাহলে যে সত্তা উক্ত আইনের আওতাভুক্ত, সেই সত্তা একত্রীকরণের অনেক আগে সম্পাদিত কোনও লেনদেন/চুক্তির ক্ষেত্রে সার্ফেসি আইনের বিধান প্রয়োগ করার অধিকারী হবে না।

জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানি আইনের ৩৯১ থেকে ৩৯৪ ধারার অধীনে হাইকোর্টের দ্বারা কোনও প্রকল্প অনুমোদনের ভিত্তিতে তৈরি করা অগ্রাহ্যকে এমন অধিকার, দায়বদ্ধতা এবং বাধ্যবাধকতা তৈরি করার জন্য ধরে নেওয়া যায় না যা সংবিধিবদ্ধভাবে পরিকল্পিত ছিল না। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সারফেসি আইনের বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে পদ্ধতিগত হিসাবে ধরে রাখা যায় না, তারা আদালতের আহ্বান ছাড়াই সুরক্ষা সুদ প্রয়োগের মাধ্যমে তার বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতার পক্ষে যথেষ্ট অধিকার তৈরি করে। ধারা ১৩ (১) মূল অধিকার তৈরি করে এবং কোনও কল্পনা প্রসারিত করে না এবং পদ্ধতিগত প্রকৃতির কোনও বিধান হিসাবে বলা যায় না। সেই উল্লেখযোগ্য অধিকার প্রয়োগের পদ্ধতিটি উপ-ধারা (২) এর অধীনে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহ ঘটার বিষয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটিতে বিবরণ নির্ধারণের আরও একটি পদ্ধতি ধারা ১৩ (৩)-এর ভিত্তিতে দিতে হবে এবং ধারা ১৩ (৩) (এ)-এর অধীনে একটি উপস্থাপনা করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ধারা ১৩ (৪)-এর অধীনে সুরক্ষিত ঋণ মুক্তি ও পুনরুদ্ধারের জন্য আরও একটি পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে। ধারা ১৩ (১) দ্বারা যথেষ্ট অধিকার তৈরি না হলে, উপ-ধারা (২) থেকে (৪)-এ অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিগত বিধানগুলি অর্থহীন কারণ এটি ধারা ১৩ (৪)-এর অধীনে তৈরি যথেষ্ট অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রতিকার প্রদান করবে না। অতএব, সারফেসি আইনকে নিছক পদ্ধতিগত আইন হিসাবে বিবেচনা করা সঠিক হবে না।

২৪) এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এটি একটি বিপরীত সংযুক্তি ছিল কারণ আইবিএফএসএল একটি হোল্ডিং সংস্থা ছিল এবং আপিলকারী সংস্থাটি কেবল একটি সহায়ক সংস্থা ছিল এবং হোল্ডিং সংস্থাকে সংযুক্ত করে সহায়ক সংস্থার সাথে একীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

২৫) এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে, সার্ফেসি আইনের বিধানগুলির সুবিধা নেওয়ার জন্য আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে একটি আর্থিক সংস্থায় ঋণ হস্তান্তর করার জন্য সংযুক্তির পুরো প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করা হয়েছিল, যা উত্তরদাতাদের মতে আইনে অনুমোদিত নয়। উপরোক্ত ভিত্তিতে, উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ পরামর্শদাতার প্রথম জমা দেওয়া ছিল যে, প্রকল্প অনুসারে আপিলকারী সংস্থার বিধানগুলিতে কোনও স্থানান্তর এবং ঋণ ন্যস্ত করা হয়নি। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, অনুচ্ছেদ ৪-এর অধীনে, নির্ধারিত তারিখ থেকে, অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০১২ থেকে, একত্রীকরণকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত একত্রীকরণকারী কোম্পানি, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রকল্পের অনুমোদন এবং আইনগত বিধান মেনে চলার মাধ্যমে, একত্রীকরণকারী কোম্পানির কাছে স্থানান্তরিত হবে এবং একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যস্ত থাকবে, কোনও আইন, দলিল, দলিল, বিষয় বা জিনিস ছাড়াই যা নির্ধারিত তারিখ ১ এপ্রিল, ২০১২ থেকে একত্রীকরণকারী কোম্পানির উদ্যোগে পরিণত হবে।

২৬) উপরোক্ত জমা দেওয়ার সমর্থনে প্রকল্পের অন্যরা বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করা হয়েছিল। এই রঙে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে যেহেতু প্রকল্পের ৮ নং প্রকরণ অনুসারে, সমস্ত মামলা, পদক্ষেপ এবং আইনি ও কর প্রক্রিয়া সহ অন্যরা কার্যধারা ইত্যাদি সংযুক্তকারী সংস্থা দ্বারা বা তার বিরুদ্ধে অব্যাহত বা প্রয়োগ করতে হবে। উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে সালিসি আইনের ৯ নং ধারার অধীনে আইবিএফএসএল দ্বারা প্রবর্তিত কার্যধারা আবেদনকারীর একটি আইন বলে মনে করা হবে। অন্য কথায়, সংযুক্তকারী সংস্থার আইবিএফএসএল-এর মালিকানাধীন কোনও ভাল এবং আরও বেশি অধিকার থাকতে পারে না।

২৭) উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কিছু আইনি নজিরের সাহায্যে উপরোক্ত কাঠামোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমত, ঋষভ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম পি.এন.বি. সার্ভিস লিমিটেডের ৭ মামলার রায়ের উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৬) উত্তরদাতা পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে এই ধরনের ব্যাখ্যা ন্যায়বিচারের লক্ষ্যকে পরাজিত করবে এবং কোম্পানি আইনের অধীনে আবেদনগুলিকে অর্থহীন করে তুলবে, কারণ কোনও অসাধু মামলাকারী, অবসানের আদেশ ভোগ করার পরে, কেবল একটি আবেদন দায়ের করার জন্য বোর্ডের কাছে আবেদন করতে পারে এবং ফলস্বরূপ কোম্পানির মামলার কার্যক্রম স্থগিত করতে পারে। এই ধরনের অভিযোগ ন্যায্য হতে পারে এবং জমা দেওয়ার সারবস্তু থাকতে পারে তবে আইনের ধারা ১৫ এবং ১৬ এর ভাষা, বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের আইন নং ১২ দ্বারা সন্নিবেশিত ধারা ১৬ এর ব্যাখ্যা বিবেচনা করে, এই আদালতের রিয়েল ভ্যালু অ্যাপ্লায়েন্সেস (উপরোক্ত) -এ গৃহীত তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত মেনে চলা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। ব্যাখ্যা করার সময়, এই আদালত কেবল আইনের ব্যাখ্যা করে এবং এটি আইন প্রণয়ন করতে পারে না। যদি আইনের কোনও বিধানের অপব্যবহার করা হয় এবং আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের শিকার হয়, তবে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে আইনসভার সংশোধন বা বাতিল করার দায়িত্ব আইনসভার।

৬ (২০০০) ৫ এসসিসি ৫১৫

এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এই আদালতের উপরের পর্যবেক্ষণগুলি আপিলকারীর জমা দেওয়া বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে যে যেহেতু জনস্বার্থে সঞ্চিত এন. পি. এ কাটিয়ে ওঠার জন্য এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তাই 'ঋণগ্রহীতা' শব্দটিকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

২৮) পদ্মা সুন্দর রাও বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ৮ মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়েও রিলায়েন্সকে রাখা হয়েছিল যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১২) সংবিধির পুনর্লিখন এবং কেসাস ওমিসাস সম্পর্কিত প্রতিদ্বন্দ্বী আবেদনগুলি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি আইনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে আদালত কোনও সংবিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে এমন কিছু পড়তে পারে না যা সরল এবং দ্ব্যর্থহীন। একটি আইন হল আইনসভার একটি আদেশ। একটি সংবিধানে ব্যবহৃত ভাষা আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়ের নির্ধারক উপাদান। নির্মাণের প্রথম এবং প্রাথমিক নিয়ম হল যে আইনটির উদ্দেশ্য অবশ্যই আইনসভা দ্বারা ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া উচিত। প্রশ্নটি কী অনুমান করা যেতে পারে এবং কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা নয়, বরং কী বলা হয়েছে, "সংবিধিগুলি ইউক্লিডের উপপাদ্য হিসাবে নয়", বিচারক বিজ্ঞ হ্যান্ড বলেছেন, "তবে শব্দগুলি অবশ্যই তাদের পিছনে থাকা উদ্দেশ্যগুলির কিছু কল্পনা দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত।" (দেখুন লেনি ভ্যালি কোল কোং বনাম ইয়েন্সাভেজ [২১৮ এফআর ৫৪৭].) এই দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি হয়েছে ভারতের ইউনিয়ন বনাম ভেদেম ভাস্কো দে গামার ফিলিপ তিয়াগো দে গামা [(১৯৯০) ১ এসসিসি ২৭৭: এআইআর ১৯৯০ এসসি ৯৮১]-তে।

১৩) ডি. আর. ভেঙ্কটচলম বনাম ডেপুটি ট্রান্সপোর্ট কমিশনার. [(১৯৭৭) ২ এস. সি. সি ২৭৩: এ. আই. আর. ১৯৭৭ এস. সি ৮৪২]-এ দেখা গেছে যে আদালতকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব পূর্বকল্পিত ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে কোনও বিধানের অর্থের অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিপদ এড়াতে হবে আদর্শিক কাঠামো বা প্রকল্প যেখানে ব্যাখ্যা করার বিধানটি কিছুটা উপযুক্ত। ব্যাখ্যার ছদ্মবেশে আইন প্রণয়নের কাজ দখল করার অধিকার তাদের নেই।

১৪) একটি বিধান ব্যাখ্যা করার সময় আদালত শুধুমাত্র আইনের ব্যাখ্যা দেয় এবং এটি আইন প্রণয়ন করতে পারে না। যদি আইনের কোনও বিধানের অপব্যবহার করা হয় এবং আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের শিকার হয়, তবে প্রয়োজন মনে করলে তা সংশোধন, সংশোধন বা বাতিল করা আইনসভার দায়িত্ব। (ঋষভ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম পিএনবি ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিমিটেড দেখুন। [(২০০০) ৫ এসসিসি ৫১৫]) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ছাড় বিচারিক ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া দ্বারা সরবরাহ করা যাবে না। ধারা ৬(১) এর ভাষা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন।

৮ (২০০২) ৩ এসসিসি ৫৩৩

নরসিংহিয়া মামলায় [(১৯৯৬) ৩ এসসিসি ৮৮] যেমনটি করা হয়েছিল, তাতে কিছু পড়ার সুযোগ নেই। নানজুদাইয়া মামলায় [(১৯৯৬) ১০ এসসিসি ৬১৯] হাইকোর্টের আদেশ জারি হওয়ার তারিখ থেকে সময়কাল চালানোর জন্য সময়কাল আরও বাড়ানো হয়েছিল। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ধারা ৬(১) এর ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। যদি দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয় তবে এর অর্থ হবে যে একটি মামলা কেবল ধারা ৬(১) এর শর্তাবলীর প্রকরণ (i) এবং/অথবা প্রকরণ (ii) দ্বারাই নয়, বরং একটি অ-নির্ধারিত সময়কাল দ্বারাও আচ্ছাদিত হতে পারে। একই আইনসভার উদ্দেশ্য কখনও হতে পারে না।

১৫) গঠনের দুটি নীতি - একটি ক্যাসাস ওমিসাস সম্পর্কিত এবং অন্যটি সামগ্রিকভাবে আইনটি পড়ার ক্ষেত্রে - সুনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। প্রথম নীতি অনুসারে, স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছাড়া এবং আইনের চার কোণে এর কারণ পাওয়া গেলে আদালত কোনও কারণ প্রমাণ করতে পারে না। একই সাথে, কোনও কারণ ব্যাখ্যা করাও সহজ নয় এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি আইন বা ধারার সমস্ত অংশ একসাথে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং একটি ধারার প্রতিটি ধারাকে প্রেক্ষাপট এবং তার অন্যান্য ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট বিধানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা কাঠামো সমগ্র আইনের একটি সুসংগত আইন প্রণয়ন করে। এটি আরও বেশি প্রযোজ্য হবে যদি কোনও নির্দিষ্ট ধারার আক্ষরিক গঠন স্পষ্টতই অস্পষ্ট বা অস্বাভাবিক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে যা আইনসভার দ্বারা উদ্দেশ্য করা যায়নি। "একটি অযৌক্তিক ফলাফল তৈরির অভিপ্রায়", ড্যানকওয়ার্টস, বিজ্ঞ বিচারপতি, আর্টেমিউ বনাম প্রোকোপিউ [(১৯৬৬) ১ কিউবি ৮৭৮ : (১৯৬৫) ৩ এএলএল ইআর ৫৩৯ : (১৯৬৫) ৩ ডব্লিউএলআর ১০১১ (সিএ)] (এএলএল ইআর পৃষ্ঠা ৫৪৪-I) -এ বলেছেন, "যদি অন্য কোনও গঠন উপলব্ধ থাকে তবে তা কোনও আইনের সাথে যুক্ত করা উচিত নয়"। যেখানে শব্দগুলিকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করলে "আইনের স্পষ্ট অভিপ্রায়কে পরাজিত করা হবে এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ফলাফল তৈরি করা হবে", সেখানে আমাদের অবশ্যই "শব্দের উপর কিছু সহিংসতা করতে হবে" এবং তাই সেই স্পষ্ট অভিপ্রায় অর্জন করতে হবে এবং একটি যুক্তিসঙ্গত গঠন তৈরি করতে হবে। [লর্ড রিডের মতে লুক বনাম আইআরসি [১৯৬৩ এসি ৫৫৭ : (১৯৬৩) ১ এএলএল ইআর ৬৫৫ : (১৯৬৩) ২ ডব্লিউএলআর ৫৫৯ (এইচএল)] -এ যেখানে এসি পৃষ্ঠা ৫৭৭ সালে তিনি এছাড়াও পর্যবেক্ষণ করেছেন: (এএলএল ইআর পৃষ্ঠা ৬৬৪-I) "এটি কোনও নতুন সমস্যা নয়, যদিও আমাদের খসড়া তৈরির মান এমন যে এটি খুব কমই উদ্ভূত হয়।"]"

২৯) যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্তে বর্ণিত উপরোক্ত নীতিগুলির আলোকে, যেহেতু ধারা ২(১)(চ) এবং ২(ক)(যচ) এর ভাষা দ্ব্যর্থহীন, তাই বিচারিক ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলার অবসান ঘটানো যাবে না। এটি দাখিল করা হয়েছিল যে এমন কোনও কিছু পড়ার কোনও সুযোগ নেই, যার অস্তিত্ব নেই।

৩০) উত্তরদাতাদের আইনজীবী আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম এপিএস স্টার ইন্ডাস্ট্রিজের অফিসিয়াল লিকুইডেটর এবং অন্যরা ৯ রায়ের উপরও দৃঢ় নির্ভরতা রেখেছিলেন, যা ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইন , ১৯৪৯ এবং ব্যাঙ্কের দ্বারা অকার্যকর সম্পদের আন্তঃ-হস্তান্তর বিষয়ে জারি করা আরবিআই-এর নির্দেশিকাগুলিকে কেন্দ্র করে। এটি বলা হয়েছিল যে ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইন , ১৯৪৯ এই ধরনের স্থানান্তরের পথে আসে না। ব্যাঙ্ক/ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলি কোনও ক্ষেত্রেই সারফেসি আইনের আওতায় আসে। সুতরাং, আন্তঃ-ব্যাঙ্ক স্থানান্তরগুলি সারফেসি আইনের প্রয়োগযোগ্যতার অবস্থার পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে ঋণদাতার প্রকৃতির পরিবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। সেই ভিত্তিতে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের স্থানান্তর কোনও ঋণগ্রহীতার অবস্থান পরিবর্তন করবে না, যিনি আগে যদি একটি সুরক্ষা সুদ তৈরি করেন, তবে অন্য সুরক্ষিত ঋণদাতার ঋণগ্রহীতা হিসাবে অবিরত থাকেন। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, ঋণগ্রহীতার স্থিতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাও তার সম্মতি ছাড়াই।

৩১) বিজ্ঞ আইনজীবী , শেষ পর্যন্ত, সুদূরপ্রসারী পরিণতি সম্পর্কে একটি আবেগপূর্ণ আবেদন করেছিলেন যা আপিলকারীকে যদি সারফেসি আইনের বিধানগুলির আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়, কারণ সেই আইনের সুবিধা নেওয়ার জন্য ঋণগুলি সারফেসি সংস্থাগুলিতে স্থানান্তরিত করা হবে।

৩২) উপরোক্ত আবেদনটি বিবেচনা করার পর, আমরা মনে করি যে সম্পূর্ণ ভবনটি এম. ডি. ফ্রোজেন ফুডস-এ স্পষ্টভাবে উত্তর দেওয়া আবেদনগুলির উপর নির্মিত এবং এরপরে যে কারণগুলি অনুসরণ করা হয়েছে তার জন্য এর থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার কোনও কারণ নেই।

৩৩) তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, ঋণ দেওয়ার সময় আইবিএফএসএল দ্বারা ঋণ দেওয়া হয়েছিল যা সারফেসি আইনের আওতায় থাকা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে, এই সত্তাটি আপিলকারীর সাথে একীভূত হয়েছে এবং আপিলকারী একটি সারফেসি সংস্থা। এই পটভূমিতে, উত্তরদাতার যুক্তির পুরো জোরটি হল যে একটি উত্তরসূরি সংস্থা হিসাবে, আপিলকারী সুবিধা নিতে পারে না। এই দিকটি মোকাবেলা করার জন্য, আমাদের প্রথমে বিবেচনা করতে হবে, হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত এই ধরনের একত্রীকরণ প্রকল্পের প্রভাব। এটা মনে রাখতে হবে যে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৩৯১ এবং ৩৯৪ ধারার অধীনে দুটি সংস্থার দ্বারা দায়ের করা একত্রীকরণ প্রকল্প অনুসারে ঋণ/ঋণ/আর্থিক সম্পদ আপিলকারীর হাতে ন্যস্ত ছিল, যেখানে পূর্ববর্তী সংস্থা আইবিএফএসএল আপিলকারীর সাথে একীভূত হয়েছিল, এর প্রভাব এই আদালত দ্বারা সরস্বতী ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিন্ডিকেট লিমিটেড বনাম আয়কর কমিশনার ১০ মামলায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

৯ (২০১০) ১০ এসসিসি ১

১০ ১৯৯০ (সম্পূরক) এসসিসি ৬৭৫

"৫) সাধারণত, যেখানে শুধুমাত্র একটি সংস্থা পরিবর্তনে জড়িত থাকে এবং শেয়ারহোল্ডার ও ঋণদাতাদের অধিকার ভিন্ন হয়, সেখানে এটি ব্যবস্থার পরিকল্পনার পুনর্গঠন বা পুনর্গঠন। একত্রীকরণে দুই বা ততোধিক সংস্থাকে একত্রীকরণের মাধ্যমে বা অন্যের দ্বারা অধিগ্রহণের মাধ্যমে একীভূত করা হয়। পুনর্গঠন বা 'একত্রীকরণ'-এর কোনও সুনির্দিষ্ট আইনি অর্থ নেই। একত্রীকরণ হল দুই বা ততোধিক বিদ্যমান উদ্যোগকে একটি উদ্যোগে মিশ্রিত করা, প্রতিটি মিশ্রণকারী সংস্থার শেয়ারহোল্ডাররা উল্লেখযোগ্যভাবে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হয়ে ওঠে যা মিশ্র উদ্যোগগুলি পরিচালনা করে। একটি নতুন কোম্পানিতে দুই বা ততোধিক উদ্যোগ স্থানান্তরের মাধ্যমে অথবা একটি বা ততোধিক উদ্যোগ একটি বিদ্যমান কোম্পানিতে স্থানান্তরের মাধ্যমে একত্রীকরণ হতে পারে। কঠোরভাবে 'একত্রীকরণ' অন্য কোনও সংস্থার শেয়ার মূলধন অধিগ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে না যা অস্তিত্বে রয়েছে এবং তার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে তবে যে প্রসঙ্গে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখাতে পারে যে এটি এই ধরনের অধিগ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে দেখুনঃ ইংল্যান্ডের হ্যালসবারি আইন (৪র্থ সংস্করণ ভলিউম ৭ অনুচ্ছেদ ১৫৩৯)। দুটি সংস্থা একটি নতুন সংস্থা গঠনে যোগ দিতে পারে, তবে একের পর এক শোষণ বা মিশ্রণ হতে পারে, উভয়ই একত্রীকরণের পরিমাণ। যখন দুটি কোম্পানি একত্রিত হয় এবং এইভাবে যুক্ত হয়, যাতে একটি তৃতীয় কোম্পানি গঠিত হয় বা একটি একটিতে শোষিত হয় বা অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয়, তখন একত্রীকরণকারী কোম্পানি তার সত্তা হারায়।"

৩৪) এইভাবে, একত্রীকরণের পরিকল্পনার অনুমোদনের পরে, আই. বি. এফ. এস. এল-এর পক্ষে সমস্ত ঋণ, পুনরুদ্ধার, সুরক্ষা, সুদ, আর্থিক নথি ইত্যাদি আই. বি. এফ. এস. এল-এর কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং আবেদনকারীর হাতে ন্যস্ত থাকে, যার মধ্যে রয়েছে আই. বি. এফ. এস. এল-এর দ্বারা উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের দেওয়া ঋণ, আই. বি. এফ. এস. এল-এর দ্বারা আদায়যোগ্য ঋণ, আই. বি. এফ. এস. এল-এর পক্ষে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে, আই. বি. এফ. এস. এল-এর পক্ষে উত্তরদাতা ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্পাদিত সুরক্ষা নথি ইত্যাদি।

৩৫) আবেদনকারীর এই যুক্তিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে, অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিজ সহ ঋণ আইবিএফএসএল-এর সম্পদ এবং আইবিএফএসএল-এর ঋণগ্রহীতার সম্মতি না নিয়ে যে কোনও ব্যক্তিকে তার সম্পদ হস্তান্তর/বরাদ্দ করার অধিকার ছিল। এই ধরনের স্থানান্তর/অ্যাসাইনমেন্ট স্বীকৃত এবং এটি, এপিএস স্টার ইন্ডাস্ট্রিজের অফিসিয়াল লিকুইডেটরের ক্ষেত্রে আদালত এই ধরনের একটি অ্যাসাইনমেন্টকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বহাল রেখেছে।

৩৬) উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, যে বিষয়টি গুরুত্ব বহন করে এবং মনে রাখতে হবে তা হল, আবেদনকারী মূল ঋণদাতার সঙ্গে আপিলকারীর সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ঋণের একজন বরাদ্দকারী, যা কোম্পানি আইনের বিধিবদ্ধ বিধানগুলিকে আহ্বান করে কার্যকর করা হয়েছিল। একবার এটি মনে রাখলে, এম. ডি. ফ্রোজেন ফুডস এবং এই মামলার ক্ষেত্রে আইনের পরিণতির ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য থাকবে না। অতএব, এম. ডি. ফ্রোজেন ফুডস মামলাটি এই মামলার সমস্ত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩৭) উপরন্তু, এটা যুক্তি দেওয়া খুব দূরের কথা যে শুধুমাত্র উত্তরদাতাদের কাছ থেকে বকেয়া আদায় করার জন্য, আইবিএফএসএল এবং আপিলকারী 'সংযুক্তির পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন যাতে সারফেসি আইনের বিধানগুলি আকৃষ্ট করা যায় এবং আমরা এই জাতীয় জমা গ্রহণ করতে আগ্রহী নই। উত্তরদাতাদের দ্বারা নির্ভর করা বিভিন্ন রায়ও প্রযোজ্য হবে না কারণ আমরা এটিকে আদালতের কোনও আইন তৈরি করা বা কোনও কেসাস মিসসাস সরবরাহ করার মামলা হিসাবেও দেখি না।

৩৮) বাস্তবিক সমতা ছাড়াও, এমনকি আইনত উত্তরদাতাদের যুক্তিগুলির কোনও গুরুত্ব নেই। এম.ডি. ফ্রোজেন ফুডস-এ গৃহীত মতামত হল যে সার্ফেসি আইনটি পূর্ববর্তী প্রকৃতির। এই প্রক্রিয়ায়, আদালত সার্থক বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চিন্তা, অরুণোদয় মার্কেট, কটক এবং আরেকজন বনাম ওড়িশা গ্রামীণ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড, স্টেশন স্কয়ার, ভুবনেশ্বর এবং ৫ অন্যরা ১১ মামলায় ওড়িশা হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে এবং নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৩৮...পূর্ববর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে, সংসদ বিদ্যমান শর্তগুলি লক্ষ্য করে এবং সেই শর্তগুলি সংশোধনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মতে, সার্ফেসি আইনটি ছিল এই ধরণের অবস্থানের প্রতিকার এবং সুরক্ষিত স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি ব্যবস্থা প্রদান করা। সার্ফেসি আইনের পরিকল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যে তৈরি নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে একটি পদ্ধতিগত প্রতিকার প্রদান করা। অতএব, একজন বিদ্যমান ঋণগ্রহীতা, যাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল, তাকে উক্ত আইনের ধারা ২(চ) এর আওতায় 'ঋণগ্রহীতা' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কেবল এই অভিব্যক্তিটিই নয়, 'ঋণ সিকিউরিটিজ', 'আর্থিক সহায়তা', 'আর্থিক সম্পদ' ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত সংজ্ঞার ধারাগুলি স্পষ্টভাবে আইনগত উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যে সার্ফেসি আইন সমস্ত বিদ্যমান চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা নির্বিশেষে ঋণগ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদনের তারিখে ঋণদাতা একটি অবহিত 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' ছিল কিনা।

১১(২০১৪) এসসিসি অনলাইন ওড়িশা ৭৫

সার্ফেসি আইনের প্রকল্পটি একটি দ্রুত, একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি নির্ধারণ করে, যা আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ব্যাঙ্ককে বকেয়া পরিশোধ না করার জন্য সম্পত্তি দখল করতে সক্ষম করে। কেবলমাত্র সার্ফেসি আইনের অধীনে আরও দ্রুত প্রতিকার দেওয়ার অর্থ এই নয় যে এটি প্রকৃত বা সম্পূর্ণ নতুন অধিকার তৈরি করেছে। সার্ফেসি আইনের অধীনে আরও দ্রুত প্রতিকার প্রদানের অর্থ এই নয় যে এটি চরিত্রগতভাবে বাস্তব বা সম্পূর্ণ নতুন অধিকার তৈরি করেছে। আপিলকারীদের যুক্তি মেনে নেওয়ার অর্থ হল যে তাদের নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োগ বিলম্বিত করার একটি সহজাত অধিকার রয়েছে।

৩৯) বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী কর্তৃক আপিলকারীদের পক্ষে উল্লেখিত রায়ের ধারা-যদি না আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তা বিষয়বস্তুগত আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যদি না আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে, তাহলে তা বিষয়বস্তুর উপর কোন প্রযোজ্য হবে না, কারণ আমরা উপরে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যদিকে, বাকলি, বিজ্ঞ বিচারপতি যেমন ওয়েস্ট বনাম গুইন মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছেন, পূর্ববর্তী কার্যক্রম একটি বিষয় এবং বিদ্যমান অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ আরেকটি বিষয়। সেই প্রেক্ষাপটে, রায় দেওয়া হয়েছিল যে, ১৮৯২ সালের আইন ও সম্পত্তি আইনের পরিবহণ আইনের বিধানগুলি আইন প্রবর্তনের আগে বা পরে সম্পাদিত সকল ইজারা লাইসেন্স বা সম্মতি ছাড়াই বরাদ্দ, আন্ডার-লিট বা দখল বা নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে একটি চুক্তি, শর্ত বা চুক্তি সম্বলিত ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করা হয়েছিল। এই ধরনের নির্মাণ আইনটিকে পূর্ববর্তী কার্যক্রমে কার্যকর করার জন্য নয় বরং আইনের তারিখের আগে বা পরে সম্পাদিত সকল ইজারার অধীনে ভবিষ্যতের বিদ্যমান অধিকারগুলিকে কার্যকর করার জন্য বিবেচিত হয়েছিল। (ত্র্যম্বক দামোদর রায়পুরকর বনাম আশারাম হীরামন পাতিল-এ আলোচনা করা হয়েছে)।

৪০) একইভাবে, পুনঃ অ্যাথলামনি এক্সপার্ট উইলসনের ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যেখানে কুইনের যুগ্ম বেঞ্চের সামনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে ১৮৯০ সালের দেউলিয়া আইনের ২৩ ধারা কি তার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ছিল কিনা। পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে, রাইট, বিচারপতি, বেঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রেখে, আলোকিতভাবে মতামত দিয়েছেন:

"সম্ভবত এর চেয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর কোনও নিয়ম নেই - যে কোনও আইনকে এমনভাবে পূর্ববর্তী কার্যপ্রণালী দেওয়া উচিত নয় যাতে কোনও বিদ্যমান অধিকার বা বাধ্যবাধকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পদ্ধতির বিষয় ছাড়া, যদি না সেই প্রভাব আইনের ভাষার উপর সহিংসতা না করে এড়ানো যায়। যদি আইনটি এমন ভাষায় প্রকাশ করা হয় যা উভয় ব্যাখ্যার পক্ষে মোটামুটি সক্ষম, তবে এটি কেবল সম্ভাব্য হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত ... এটি একটি সাধারণ নিয়ম যে যখন আইনসভা কোনও পদক্ষেপের অধিকার কেড়ে নিয়ে বা প্রদান করে পক্ষগুলির অধিকার পরিবর্তন করে, তখন এর আইনগুলি, যদি না স্পষ্টভাবে তা বিচারাধীন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে তাদের প্রভাবিত করে না ...

এটি বলা হয় যে সেই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, অর্থাৎ, যেখানে আইনগুলি কেবল প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করে এবং কর্মের অধিকারগুলিতে প্রসারিত হয় না, সেগুলি বিদ্যমান অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এই ধারা দ্বারা করা পরিবর্তন সেই ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছে

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪১) একইভাবে, যে তারিখে কোনও ঋণকে এন. পি. এ হিসাবে ঘোষণা করা হয়, সেই তারিখটিও আবার কোনও প্রভাব ফেলবে না। সুতরাং, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছি যে, সর্ফেসি আইনের বিধানগুলি বকেয়া সমস্ত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে উঠবে এবং জীবিত থাকবে যখন আইনটি উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ পরামর্শদাতার দ্বারা তর্ক করা পরামিতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য হবে এবং অনুচ্ছেদ ১৮-এর ক্রমিক সংখ্যা i থেকে iv -এ তালিকাভুক্ত হবে।"

এইভাবে, এটি অনুসরণ করে যে ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য ফোরামের ক্ষেত্রে কেবল একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তন রয়েছে এবং কোনও মূল অধিকার প্রভাবিত হয় না।

৩৯) উপরোক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৬৯ এবং ৬৯ক ধারার উপর এখানে উত্তরদাতাদের যুক্তি, যা হাইকোর্টের সাথে সম্পর্কিত, তা কোনও সারবত্তা ছাড়াই।

৪০) উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি মার্ডিয়া কেমিক্যালস লিমিটেড এবং অন্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা ১২-এর এই আদালতের রায় থেকেও সমর্থন পেয়েছে যেখানে সারফেসি আইনের পটভূমি এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ব্যাপকভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং আদালত এই জাতীয় আইন প্রণয়নের পিছনে উদ্দেশ্যকেও তুলে ধরেছে।

৪১) এই অনুভূতিগুলি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম সত্যবতী টন্ডন এবং অন্যরা ১৩ মামলার পরবর্তী রায়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল যে এই আইনটি দ্রুত পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া প্রদানের মাধ্যমে দেশে শিল্প বিকাশকে গতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। পরিকাঠামো এবং জনবলের অভাবে, নিয়মিত আদালতগুলি পুনরুদ্ধারের মামলাগুলির বিচারের গতি সামলাতে সক্ষম হয়নি। তিওয়ারি কমিটির সুপারিশের আলোকে, ব্যাংক ঋণের বিশাল পুঞ্জীভূত এনপিএ পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৯৩ সালের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের অধীনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল।

১২ (২০০৪) ৪ এসসিসি ৩১১

১৩ (২০১০) ৮ এসসিসি ১১০

নরসিংহম কমিটি এবং অন্ধ্ররুজিনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, সার্ফেসি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল যাতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সিকিউরিটিজগুলি দখল করতে এবং আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিক্রি করতে সক্ষম করা যায়। এই বিষয়ে, সত্যবতী টন্ডনের ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে:

"১..... দেশের শিল্প উন্নয়নে গতি আনার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করেছে যাতে তারা নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপন করতে বা বিদ্যমান ইউনিটগুলি সম্প্রসারণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য উদার নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহজ অর্থায়নের সুবিধা গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করেনি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, তারা অযৌক্তিক মামলা দায়ের করে এবং ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পাওনা আদায়ের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতগুলিকে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে রাজি করাতে সক্ষম হয়। পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব এবং জনবলের অভাবে, নিয়মিত আদালতগুলি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পাওনা আদায়ের জন্য দায়ের করা মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার কাজটি সম্পন্ন করতে পারেনি। ফলস্বরূপ, কয়েকশ কোটি কোটি জনসাধারণের অর্থ অনুৎপাদনশীল উদ্যোগে আটকে যায়।

২) পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে, ভারত সরকার শ্রী টি. তিওয়ারির সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে, যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে আইনি ও অন্যান্য অসুবিধাগুলি পরীক্ষা করে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়। তিওয়ারি কমিটি উল্লেখ করে যে, বিদ্যমান পাওনা আদায়ের পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাওনা আদায়ের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের পরামর্শ দেয়। তিওয়ারি কমিটি প্রস্তাবিত আইনের একটি খসড়াও তৈরি করে, যাতে তিন মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি এবং বিচারক সংস্থাগুলির দ্বারা প্রদত্ত আদেশ দ্রুত কার্যকর করার জন্য পাওনা আদায় কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদানের বিধান ছিল।

xx xx xx

১৬) এইভাবে, আইনটি প্রাক-বিদ্যমান ঋণের ক্ষেত্রে প্রতিকার প্রদান করতে চায়। এই ব্যাখ্যা যে আইনটি শুধুমাত্র ভবিষ্যতের ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তা অকার্যকর সম্পদ হ্রাস করার আইনের উদ্দেশ্যকেই পরাজিত করে। এই উদ্দেশ্যটি বস্তু ও কারণের বিবরণীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যবতী টন্ডনের ক্ষেত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০০১ সালে ব্যাঙ্কগুলির কাছে এক লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকা বকেয়া ছিল যা দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। স্পষ্টতই, এই আইনটি সরফেসি আইনের অধীনে প্রদত্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা উল্লিখিত পূর্ব-বিদ্যমান ঋণগুলি পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। পূর্ব-বিদ্যমান ঋণগুলি আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। একইভাবে, সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার উদ্দেশ্য হল এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যমান ঋণের ক্ষেত্রে এস. এ. আর. এফ. এ. ই. এস. আই আইনের বিধানগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম করা। সুভাষ চন্দ্র পাণ্ডায় এই আইনের এই প্রধান উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করা গেছে বলে মনে হয় না।"

৪২) আমরা সেই রায় থেকে নিম্নলিখিত আলোচনাটিও পুনরুত্পাদন করতে পারি যা উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর উত্থাপিত বেশিরভাগ যুক্তির সম্পূর্ণ উত্তর দেয়:

"১৭) আরও, ব্যাখ্যার স্থিরীকৃত নীতি যে মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রভাবিত করে এমন আইনটি সম্ভাব্য বলে মনে করা হলেও, প্রতিকারের ফোরাম এবং পদ্ধতি পরিবর্তনকারী একটি আইনও মনে রাখা হয়নি। এই নীতিগুলি ইউনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এবং প্রদীপ কুমার গুপ্তের নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি। উক্ত বিবেচনাগুলি বৈধ এবং বৈধ, যা শীর্ষ আদালতের বাধ্যতামূলক পূর্বসূরীদের পর্যাপ্ত কর্তৃত্ব দ্বারা সমর্থিত, যার জন্য প্রসঙ্গ দেওয়া যেতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি বের করা যেতে পারেঃ

১) রফিকেন্নেসা বনাম লাল বাহাদুর ছেত্রী, এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি ১৫১১

"৯... শ্রী চ্যাটার্জি রাইট, বিচারপতি -এর (পুনঃ অথলুমনি এক্স পার্টি বা উইলসন (১৮৯৮) ২ কিউবিডি ৫৪৭) গ্রন্থে করা সুপরিচিত পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে বিজ্ঞ বিচারক বলেছিলেন যে এটি একটি সাধারণ নিয়ম যে যখন আইনসভা কোনও মামলার অধিকার কেড়ে নিয়ে বা প্রদান করে পক্ষগুলির অধিকার পরিবর্তন করে, তখন এর আইনগুলি, যদি না স্পষ্টভাবে তা বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে তা তাদের প্রভাবিত করে না। তিনি আরও যোগ করেন যে এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম ছিল, অর্থাৎ যেখানে আইনগুলি কেবল পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে এবং মামলার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না, সেখানে বিদ্যমান অধিকারগুলিতে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলির প্রভাব মোকাবেলায় যে প্রাসঙ্গিক নির্মাণ বিধি গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কিত আইনের বিবৃতি দেওয়ার জন্য, আমাদের যোগ করা উচিত যে কোনও সংবিধিবদ্ধ বিধানের পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপ এমন ক্ষেত্রেও অনুমান করা যেতে পারে যেখানে এই জাতীয় পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টভাবে যেখানে এটি ঘটে সেই প্রসঙ্গে বিধান হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্য কথায়, একটি সংবিধিবদ্ধ বিধানকে পূর্ববর্তী বলে ধরে নেওয়া হয় যখন এটি স্পষ্ট শর্তাবলী দ্বারা ঘোষণা করা হয়, বা এটিকে পূর্ববর্তী করার অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে প্রাসঙ্গিক শব্দ এবং যে প্রেক্ষাপটে ঘটে তা থেকে অনুসরণ করে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে) "

৪৩) এইভাবে, উপরোক্ত আলোচনা আমাদের এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে, সার্ফেসি আইনের ধারা ২ (১) (চ)-এর অর্থের মধ্যে উত্তরদাতা নং ১-কে 'ঋণগ্রহীতা' হিসাবে বিবেচনা করা হবে; ধারা ২ (১) (যখ)-এর অধীনে এই ব্যবস্থাটিকে 'সুরক্ষা ব্যবস্থা' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে; ধারা ২ (১) (যচ)-এর অধীনে 'সুরক্ষা সুদ' তৈরি করা চুক্তিগুলি; এবং আবেদনকারী সার্ফেসি আইনের ধারা ২ (১) (যঘ)-এর অর্থের মধ্যে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হয়ে উঠবেন।

৪৪) ফলস্বরূপ, আমরা ধরে নিই যে হাইকোর্টের রায়টি ভুল এবং এটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই আপিল অনুমোদিত। অবমাননার আবেদনে কোনও আদেশ পাস করার প্রয়োজন নেই, যা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

কে. আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটিমাতৃভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবেনা ।সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Arfa Banerjee